

অবশেষে প্রিয় পাঠক, আমি আপনাকে এই কথা বলতে চাই যে, আপনি এই ত্রাগকর্তা যীশু খ্রিস্টের বিষয় একটু চিন্তা করুন। যিনি আপনাকে প্রেম করে আপনার স্থানে আপনার পাপের দন্ত নিয়ে এই দরুণ যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, যেন আপনি রক্ষা পান।

একথা সত্য যে, যীশু সমস্ত মানুষের পাপের দন্ত নিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন কিন্তু যারা বাস্তিগতভাবে তাঁর প্রায়চিত্তের রক্তে বিশ্বাস করে ও তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ করে তাদেরকেই তিনি পরিত্রাণ বা পাপের ক্ষমা দিয়ে থাকেন।

গোঁড়ামী বা জিদের বশবর্তী হওয়ার ফলে জার্মান রক্ত ভিন্ন অন্য কোন রক্ত নিতে রাজী হয়নি, ঠিক একই ভাবে আজও জগতে অগণিত নর-নারী যীশুর রক্তে বিশ্বাস না করে অনন্ত মৃত্যু বা দন্তের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

প্রিয় পাঠক, যীশু আপনার অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছেন, তিনি চান, যেন আপনি বিশ্বাসে এই মুহূর্তে আপনার হৃদয়ে তাঁর কাছে খুলে দেন।

তিনি তাঁর অম্ল্য রক্ত দ্বারা আপনার সমস্ত পাপ ধোত করে আপনাকে স্বর্ণীয় শান্তি ও আনন্দ দান করবেন।

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে আজই লিখুন:-

মিডিয়া আউটরিচ, পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

ই-মেইল: mediaoutreach.ag@gmail.com

Web: www.mediaoutreachbd.com

BEN 04



নির্বুদ্ধিতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফ্রাসের রণাঙ্গন। জার্মান বাহিনী ক্রমে ক্রমে পিছু হচ্ছে। এই সময় একজন আহত জার্মান সেনাপ্তিকে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলেই পিছু হাতে বাধ্য হয়। মিত্রপক্ষ যখন জার্মান অধিকৃত অঞ্চল পুনরাধিকার করে তখন মৃত্যুমুখে পতিত এই জার্মান সেনাপ্তিকে তারা হসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে উপস্থিত বড় বড় বৃত্তিশ ডাক্তাররা এই সেনাপ্তিকে বাঁচাতে আগ্রাগ ঢেঠে করেন।

রক্ত না দিলে এক আর বাঁচানো যাবে না। লোকটার রক্ত পরীক্ষা করে রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে ডাক্তাররা তার শরীরের প্রয়োজনীয় রক্ত দিতে প্রস্তুত হলেন। এমন সময় সেনাপ্তির জ্ঞান ফিরে এলো। ডাক্তাররা দেখে খুশি হলেন। বললেন, সেনাপ্তি, আমরা আপনাকে রক্ত দিতে যাচ্ছি, আপনি বেঁচে উঠবেন, ভয় নেই।

সেনাপ্তি ক্ষীণ কর্তৃতে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন রক্ত? জার্মান রক্ত না অন্য কেন? উভয়ে ডাক্তাররা বললেন, বৃত্তিশ রক্ত ছাড়া অন্য কেন রক্ত আমাদের কাছে নেই, বৃত্তিশ রক্ত, কি আসে যায় তাতে, সেনাপ্তি? রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে দেখেছি আমরা, এতেই আপনি বাঁচবেন। এবার বিরক্ত হয়ে সেনাপ্তি বললেন, না, আমি অন্য কেন রক্ত চাই না, আমি মরব সেও ভাল, তবুও জার্মান রক্ত ছাড়া অন্য কেন রক্ত আমার শরীরে নিতে প্রস্তুত নই। আর বলবার প্রয়োজন নেই, সেই মৃত সেনাপ্তির কবর দিতে দিতে ডাক্তাররা বললেন, সেনাপ্তি হলে কি হবে, লোকটা নিজের গোঁড়ামিতে ও অহঙ্কারে মারা গেল, কেট বললেন, লোকটা মৃত্যু।

রক্ষা পাবার এই অপূর্ব সুযোগ অবহেলা করায় জার্মান সেনাপ্তিকে মরতে হয়েছিল। আজ আমিও আপনার কাছে রক্ষা পাবার এমন এক অপূর্ব উপায়ের বিষয় বলতে চাই, যা দৈশ্বর জগতের প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। রক্তই জীবনের মূল। জার্মান সেনাপ্তি অবশ্যই বাঁচতে পারতেন, যদি তিনি তার গোঁড়ামী বা নির্বুদ্ধিতা ফেলে দিয়ে এই রক্ত গ্রহণ করতেন।

রক্ত ছাড়া কেন প্রাণী বাঁচতে পারে না। ইতিহাস পড়লে আমরা বুবাতে পারি যে, দৈশ্বর প্রথম মানুষ আদমের কাছে এই সত্য প্রকাশ করেছিলেন যে, পাপের প্রায়চিত্ত করতে হলে রক্তের প্রয়োজন। যেহেতু রক্তই শরীরের প্রাণ সুতরাং একটি নির্দেশ প্রাণী বধ করে তার রক্ত উৎসর্গ করণ ছাড়া পাপের প্রায়চিত্ত বা দন্তমোচন হওয়া কয়ন উৎসর্গ করলেন একটি ভেড়া। দৈশ্বর কয়নের রক্তবিহীন জ্ঞ গ্রাহ করলেন না কিন্তু হেবলের রক্তকৃত যজ্ঞ গ্রাহ করলেন।

অরাহায় নোহ ও দায়দ প্রভৃতি ভাববাদীদের দ্বারা উৎসর্গীকৃত যজ্ঞগুলো এক ভাবিন্ত্রাকর্তার আগমনের বিষয় সূচীত করত, যিনি নিজ মহামূল্য রক্ত উৎসর্গ করে সমগ্র জগতের মানুষের পাপের প্রায়চিত্তের কাজ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করবেন। দৈশ্বর এই যে মুক্তিদাতা পাঠিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; তিনি কে?

যোহন বাণাইজকে এই মুক্তিদাতার বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘ঐ দেখ দৈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান।’’ প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে এই মুক্তিদাতা যীশু শ্রীষ্ট (সেসা নবী) নাম নিয়ে এই জগতে এসেছিলেন। জগতে থাকতে যীশু শ্রীষ্ট অনেক অস্তর্চ কাজ করেছিলেন। মোরীকে সুস্থ করা, ভূত ছাড়ান, মরাকে বাঁচান ইত্যাদি। কিন্তু তিনি অতি স্পষ্ট বাবেই বলেছিলেন যে, তাঁর এই জগতের আসার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পাপের জন্য রক্ত দেওয়া বাইবেলে লেখা আছে ‘‘সেই সময় অবধি যীশু আপন শিয়দিগকে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, তাঁকাকে যিরশালামে যাইতে হইবে এবং অধ্যাপকদের হইতে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে ও হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে।’’

তাই আমরা দৈশ্বরের বাব্য অর্থাৎ বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে মেখতে পাই যে, যীশু শ্রীষ্ট (সেসা নবী) সমস্ত মানব জাতির পাপের প্রায়চিত্তের জন্য মেছেয়া ক্রুশের ওপর নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেন।

মানুষের পরিত্রাণের জন্য সাধিত এই প্রায়চিত্ত যে গ্রাহ্য হয়েছে, তারই প্রাণ স্বরূপ দৈশ্বর তিনি দিন পরে যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠাবেন যীশু মৃত্যুজ্ঞী জীবন্ত ত্রাগকর্তা। যারা তাঁর কাছে আসে তাদের সবাইকে তিনি পরিত্রাণ করতে সক্ষম। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, ‘‘তোমরা তো জান তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার-ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়গীয় বস্ত দ্বারা, মৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা মুক্ত দ্বারা মুক্ত হও নাই কিন্তু নির্দেশ ও নিষ্কলন্ত মেষশাবক স্বরূপ শ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ’’ আবার লেখা আছে ‘‘যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে।’’

নির্বুদ্ধিতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফ্রন্টের বাণিজ্য। জার্মান বাহিনী ক্রমে ক্রমে পিছু হচ্ছে। এই সময় একজন আহত জার্মান সেনাপতিকে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলেই পিছু হটে বাধ্য হয়। মিত্রপক্ষ যখন জার্মান অধিকৃত অঞ্চল পুনরাধিকার করে তখন মৃত্যুমুখে পতিত এই জার্মান সেনাপতিকে তারা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে উপস্থিত বড় বড় বৃটিশ ডাক্তাররা এই সেনাপতিকে বাঁচাতে আগ্রাহ চেষ্টা করেন।

রক্ত না দিলে এক আর বাঁচানো যাবে না। লোকটার রক্ত পরাক্ষা করে রক্তের গ্রিপ মিলিয়ে ডাক্তাররা তার শরীরে প্রয়োজনীয় রক্ত দিতে প্রস্তুত হলেন। এমন সময় সেনাপতির জ্ঞান ফিরে এলো। ডাক্তাররা দেখে খুশি হলেন। বললেন, সেনাপতি, আমরা আপনাকে রক্ত দিতে যাচ্ছি, আপনি বেঁচে উঠবেন, ভয় নেই।

সেনাপতি ক্ষীণ কর্তৃ জিজ্ঞাসা করলেন, কোন রক্ত? জার্মান রক্ত না অন্য কোন? উভয়ে ডাক্তাররা বললেন, বৃটিশ রক্ত ছাড়া অন্য কোন রক্ত আমাদের কাছে নেই, বৃটিশ রক্ত, কি আমে যায় তাতে, সেনাপতি? রক্তের গ্রিপ মিলিয়ে দেখেছি আমরা, এতেই আপনি বাঁচবেন। এবার বিরক্ত হয়ে সেনাপতি বললেন, না, আমি অন্য কোন রক্ত চাই না, আমি মরব সেও ভাল, তবুও জার্মান রক্ত ছাড়া অন্য কোন রক্ত আমার শরীরে নিতে প্রস্তুত নই। আর বলবার প্রয়োজন নেই, সেই মৃত সেনাপতির কবর দিতে দিতে ডাক্তাররা বললেন, সেনাপতি হলে কি হবে, লোকটা নিজেরে গোঁড়ামিতে ও অহঙ্কারে মারা গেল, কেউ বললেন, লোকটা মৃত্যু।

রক্ষা পাবার এই অপূর্ব সুযোগ অবহেলা করায় জার্মান সেনাপতিকে মরতে হয়েছিল। আজ আমিও আপনার কাছে রক্ষা পাবার এমন এক অপূর্ব উপায়ের বিষয় বলতে চাই, যা ঈশ্বর জগতের প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। রক্তই জীবনের মূল। জার্মান সেনাপতি অবশ্যই বাঁচতে পারতেন, যদি তিনি তার গোঁড়ামি বা নির্বুদ্ধিতা ফেলে দিয়ে এই রক্ত গ্রহণ করতেন।

অবশ্যে প্রিয় পাঠক, আমি আপনাকে এই কথা বলতে চাই যে, আপনি এই আগকর্তা যীশু খ্রিস্টের বিষয় একটু চিঠা করুন। যিনি আপনাকে প্রেম করে আপনার হানে আপনার পাপের দণ্ড নিয়ে এই দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, যেন আপনি রক্ষা পান।

একথা সত্য যে, যীশু সমস্ত মানুষের পাপের দণ্ড নিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন কিন্তু যারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রায়শিক্রমের রক্তে বিশ্বাস করে ও তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ করে তাদেরকেই তিনি পরিত্রাণ বা পাপের ক্ষমা দিয়ে থাকেন।

গোঁড়ামি বা জিদের বশবর্তী হওয়ার ফলে জার্মান রক্ত ভিন্ন অন্য কোন রক্ত নিতে রাজী হয়নি, ঠিক একই ভাবে আজও জগতে অগণিত নর-মারী যীশুর রক্তে বিশ্বাস না করে অনন্ত মৃত্যু বা দণ্ডের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

প্রিয় পাঠক, যীশু আপনার অপেক্ষায় দাঢ়িয়ে আছেন, তিনি চান, যেন আপনি বিশ্বাসে এই মুহূর্তে আপনার হৃদয়ে তাঁর কাছে খুলে দেন।

তিনি তাঁর অমূল্য রক্ত দ্বারা আপনার সমস্ত পাপ ধোত করে আপনাকে স্বর্গীয় শান্তি ও আনন্দ দান করবেন।

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে আজই লিখুন:-

মিডিয়া আউটরিচ, পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

ই-মেইল: mediaoutreach.ag@gmail.com

Web: www.mediaoutreachbd.com

রক্ত ছাড়া কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না। ইতিহাস পড়লে আমরা বুবাতে পারি যে, ঈশ্বর প্রথম মানুষ আদমের কাছে এই সত্য প্রকাশ করেছিলেন যে, পাপের প্রায়শিক্রমে করতে হলে রক্তের প্রয়োজন। যেহেতু রক্তই শরীরের প্রাণ সুরোঁ একটি নির্দেশ প্রাণী বধ করে তার রক্ত উৎসর্গ করণ ছাড়া পাপের প্রায়শিক্রমে বাদ দণ্ডমোচন হওয়া কয়েন উৎসর্গ করলেন একটি ডেড়। ঈশ্বর কয়েনের রক্তবিহীন জ্ঞান গ্রাহ্য করলেন না কিন্তু হেবেলের রক্তকৃত জ্ঞান গ্রাহ্য করলেন।

অরাহাম নেহ ও দায়ুদ প্রভৃতি ভাববাদীদের দ্বারা উৎসর্গীকৃত যজগতে এক ভাবিন্ত্রাগকর্তার আগমনের বিষয় সূচীটা করত, যিনি নিজ মহামূল্য রক্ত উৎসর্গ করে সমগ্র জগতের মানুষের পাপের প্রায়শিক্রমের কাজ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করবেন। ঈশ্বর এই যে মুক্তিদাতা পাঠিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; তিনি কে?

যোহন বাণাইজকে এই মুক্তিদাতার বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘এই দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান।’’ প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে এই মুক্তিদাতা যীশু খ্রিস্ট (ঈসা নবী) নাম নিয়ে এই জগতে এসেছিলেন। জগতে থাকতে যীশু খ্রিস্ট অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। রোগীকে সুস্থ করা, ভুত ছাড়ান, মরাকে বাঁচান ইত্যাদি। কিন্তু তিনি অতি স্পষ্ট বাবেই বলেছিলেন যে, তাঁর এই জগতের আসার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পাপের জন্য রক্ত দেওয়া। বাইবেলে লেখা আছে ‘‘সেই সময় অবধি যীশু আপন শিয়দিগকে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে যিকশালেমে যাইতে হইবে এবং অধ্যাপকদের হইতে অনেক দুর্খ-কষ্ট তোগ করিতে হইবে ও হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে।’’

তাই আমরা ঈশ্বরের বাক্য অর্থাৎ বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, যীশু খ্রিস্ট (ঈসা নবী) সমস্ত মানব জাতির পাপের প্রায়শিক্রমের জন্য মেছেয়া ছুশের ওপর নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেন।

মানুষের পরিত্রাণের জন্য সাধিত এই প্রায়শিক্রম যে গ্রাহ্য হয়েছে, তারই প্রাণ স্বরূপ ঈশ্বর তিন দিন পরে যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠাবেন যীশু মৃতুঞ্জয়ী জীবন্ত আগকর্তা। যারা তাঁর কাছে আসে তাদের সবাইকে তিনি পরিত্রাণ করতে সক্ষম। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, ‘‘তোমরা তো জান তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার-ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়ণীয় বস্ত্র দ্বারা, রৌপ্য বা সৰ্প দ্বারা মুক্ত দ্বারা মুক্ত হও নাই নাই কিন্তু নির্দেশ ও নিষ্কলন মেষশাবক স্বরূপ খ্রিস্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ।’’ আবার লেখা আছে ‘‘যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে।’’